এনডিএম পার্টির গাংনী উপজেলা কমিটি গঠন

জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন (এনডিএম) পার্টির মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলায় তিন বছর মেয়াদী কমিটি ঘোষনা করা হয়েছে। গতকাল রবিবার দলের মহাসচিব মোমিনুল আমিন স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কমিটি ঘোষনার বিষটি নিশ্চিত করেছেন।

গাংনী উপজেলা কমিটিতে মহিদুল ইসলাম উজ্জল কে সভাপতি এবং আহসান হাবিব কে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। এছাড়া ফরিদা ইয়াসমিন দিপা কে সিনিয়র সহ- সভাপতি, শহিদুল ইসলামকে সহ সভাপতি, ইয়াসাদ আজিম রনিকে সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক, মাহাফুজ্জামান কে যুগ্ম সম্পাদক, সাইফুল ইসলামকে সাংগঠনিক সম্পাদক, মোফাজ্জল হোসেনকে কোষাধ্যক্ষ মোখলেছুর রহমানকে দপ্তর সম্পাদক, তারিক মাহমুদকে প্রচার সম্পাদক করে কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়। একই কমিটিতে নির্বাহী সদস্য হিসেবে আছেন, হামিদুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ, সোহনুর রহমান সোহান, রেবেকা খাতুন, আসমা খাতুন, লিপি সরকার ও শরিফুল ইসলাম।

এনডিএম এর গাংনী উপজেলা কমিটিকে জেলা উপজেলার সকল শ্রেনী-পেশার মানুষ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। সেই সাথে দলের নেতাকর্মীরা জনগণের পক্ষে কাজ করবে এমন প্রত্যাশা করেন জেলার সর্বসাধারণ।

মেহেরপুরে মোখলেসুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফরম বিতরণের উদ্বোধন

মেহেরপুর জেলা সদরের চুয়াডাঙ্গা সড়কে সন্ধ্যানী সংস্থার পরিচালনায় মোখলেছুর রহমান স্কুল অ্যান্ড কলেজের আগামী শিক্ষাবর্ষের জন্য নার্সারি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফরম

অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ বছর সন্ধ্যানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে ১৩৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়ে ৬২ জন জিপিএ ৫ সহ সবাই পাশ করে জেলায় প্রথম হয়েছে।

মেহেরপুরে পাটের ভালো ফলনেও দামে হতাশ কৃষক

মেহেরপুরে এবার পাটের ভালো ফলন হলেও কাঙ্ক্ষিত দাম না পাওয়ায় হতাশ কৃষকরা। জমি চাষ, সার, বীজ, পানি, শ্রমিক-সবকিছুতেই খরচ বেড়েছে, কিন্তু বাজারে ন্যায্য দাম মিলছে না। এবছর পাটের দাম মন প্রতি ৪ থেকে সাড়ে ৪ হাজার টাকা নির্ধারণের দাবী চাষীদের।

এভাবে লোকসান হলে আগামীতে পাট চাষ থেকেমুখ ফিরিয়ে নেবেন চাষিরা।

পর পর বেশ কয়েক বছর সোনালী আঁশ পাটের দাম ছিল নিম্নগামী। “কৃষকরা যে দামে পাট বিক্রি করেন, তাতে খরচই উঠে না। প্রতি বছরই লোকসানে যাচ্ছেন কৃষক।” তবে, এবছর সেই দাম কিছুটা বেড়ে বাজারে এখন সাড়ে ৩ হাজার টাকা মন বিক্রি হচ্ছে। এতে উৎপাদন খরচ কোনো রকম উঠলেও লাভবান হচ্ছেন না কৃষক। পাটের মন প্রতি সরকার চার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা মন নির্ধারণ করার দাবী তাদের।

কৃষকরা জানিয়েছেন, সার, বিষ, পরিবহন খরচ ও শ্রমিকের মজুরি আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে। যার ফলে লাভ তো দূরের কথা, মূলধনই ফিরে পাওয়ায় সংশয় দেখা দিচ্ছে।

“সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কৃষকের এই অবস্থা থেকে উত্তরণ কঠিন। দাম নির্ধারণ করা হলে কৃষক উৎসাহ পাবে।” স্থানীয় কৃষকদের দাবি, সরকার পাটের মূল্য নির্ধারণ করে সরাসরি পাট সংগ্রহের ব্যবস্থা নিলে ঘুরে দাঁড়াতে পারবেন কৃষক।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে জেলায় এবছর ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জামিতে পাট চাষ হয়েছে। ফলন ভালো হলেও মূল্য না পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না। তাই টেকসই পাটখাতে ন্যায্যমূল্য

নিশ্চিত করাই সময়ের দাবি।

ইচাখালী গ্রামের কৃষক ইদ্রিস আলী জানান, এক বিঘা জমিতে তিনি পাচ চাষ করেছিলেন। জমি চাষ, বীজ বপন, সেচ ও নিড়ানি খরচ বাবদ প্রায় ১২ থেকে ১৪ হাজার টাকা খরচ হয়। ওই জমিতে ১০মন পাট হয়েছে। বিক্রি হয়েছে ২ হাজার টাকা মন। খরচ উঠছে কোন রকম। লাভ হচ্ছে না।

ঊন্দও গ্রামের কৃষক বাবর আলী বলেন, প্রতি বছরই পাটে লোকসান হচ্ছে। তবুও আশায় আশায় পাটের আবাদ করি। এবছরেও দুই বিঘা জমিতে পাট চাষ করেছি। খরচের টাকা টা কোন রকমে উঠছে। শুধু পরিবারে জ্বালানী হিসেবে পাটকাঠির জন্য আবাদ করি। তবে আগামিতে আর পাটের আবাদ করবো না। বিকল্প আবাদে যাবেন তিনি।

নওপাড়া গ্রামের কৃষক মোছাদ্দেক আলী, ধলা গ্রামের কৃষক জাবের আলী বলেন, আমরা কৃষকম। লাভ আর লোকসান বুঝতে গিয়ে বার বার লোকসান হচ্ছে। তবে পাটের দাম সরকারি ভাবে বৃদ্ধি করা না হলে দেশ থেকে সোনালী আশ এ অঞ্চল থেকে হারিয়ে যাবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি বিভাগের তথ্য মতে, জেলায় এবছর ১৬ হাজার ৬৩০ হেক্টর জামিতে পাট চাষ হয়েছে। ফলন ভালো হলেও মূল্য না পেলে কৃষকের মুখে হাসি ফোটে না। তাই টেকসই পাটখাতে ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করাই সময়ের দাবি।

গাংনী উপজেলা কৃষি অফিসার ইমরান হোসেন বলেন, কৃষি বিভাগ কৃষকের পাশে থেকে কাজ করছেন। পাট চাষিরা যেনো ন্যায্য মূল্য পাই এবং দালাল ফঁড়িয়া দারা প্রতারিত না হয় সে লক্ষে কাজ করছে কৃষি বিভাগ। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের লোকসানের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে জানানো হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মেহেরপুরের বারাদীতে বিএডিসি শ্রমিকদের বিক্ষোভ সমাবেশ

বাংলাদেশ কৃষি ফার্ম শ্রমিক ফেডারেশনের আন্দোলন কর্মসূচি

বাস্তবায়নে বিএডিসি, বারাদী কৃষি খামারে ২০২৫ এর নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালা বহালের দাবীতে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে খামার শ্রমিকেরা।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৫ টায় মেহেরপুর বীজ উৎপাদন খামার প্রাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রমিকদের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে বারাদী খামার প্রাঙ্গণ থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের হয়ে বারাদী বাজার প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে এসে প্রতিবাদ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ হয়।

প্রতিবাদ সভায় বক্তারা বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৫ সালে যে শ্রমিক নীতিমালা তৈরী করা হয়েছে তা শ্রমিকদের স্বার্থ বিরোধী। আমরা এই নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালার বাস্তবায়ন চাই।

এ সময় বক্তব্য রাখেন চিৎলা ভিত্তি পাটবীজ খামার শ্রমিক ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুস সাত্তার, যুগ্ন সম্পাদক তরিকুল ইসলাম, চিৎলা খামার শ্রমিক ইউনিয়ন উপদেষ্টা আক্তারুজ্জামান ও বারাদী খামার শ্রমিক সর্দার রফিকুল ইসলাম নান্নু।

এসময় উপস্থিত ছিলেন বারাদী ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি মুকুল হোসেন, সাধারণ সম্পাদক আবুল কালামসহ খামারের বিভিন্ন ব্লকের শ্রমিকেরা।

মেহেরপুরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন

মেহেরপুরে হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১২ দিনব্যাপী বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার (১৭ আগস্ট) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জেলা সমাজসেবা

কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপপরিচালক আশাদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, সমাজের মূলধারার বাইরে থাকা জনগোষ্ঠীকে কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা বর্তমান সরকারের অন্যতম উদ্যোগ। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হিজড়া জনগোষ্ঠী পেশাগত দক্ষতা অর্জন করে সমাজে মর্যাদার সাথে এগিয়ে যেতে পারবে।

এসময় সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মো. আবুল মনসুর, সরকারি শিশু পরিবারের (বালক) তত্ত্বাবধায়ক মো. তৌফিকুল রহমান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদসহ সমাজসেবা বিভাগের বিভিন্ন কর্মকর্তা ও প্রশিক্ষকরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয় আয়োজিত এ প্রশিক্ষণ চলবে আগামী ১২ দিনব্যাপী।

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির সমাপনী অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫ দিনব্যাপী টেক কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের আয়োজনে রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে সমাজসেবা কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সমাপনী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের উপ-পরিচালক

আশাদুল ইসলাম।

সভাপতির বক্তব্যে তিনি বলেন, বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। তাই সমাজের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকেও আধুনিক প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুঁজে পাবে। ফ্রিল্যান্সিং এবং কম্পিউটার দক্ষতা এখন যে কোনো ক্যারিয়ারের জন্য অপরিহার্য। আমরা আশা করি, এই প্রশিক্ষণ তাদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে। সমাজসেবা অধিদপ্তর সব সময় পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে থাকবে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সমাজসেবা অফিসার (রেজিঃ) কাজী মো. আবুল মনসুর, প্রশাসনিক যুক্ত জুনিয়র হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা মো. এ. কে. ছায়েদুজ্জামান, সমাজসেবা শহর কার্যালয়ের কর্মকর্তা মো. সোহেল মাহমুদ, প্রশিক্ষক এস. এম. রাসেল প্রমুখ।

শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সার্টিফিকেট ও অনুদানের টাকা বিতরণ করা হয়।

জলাবদ্ধতায় তলিয়ে গেছে কয়েক হাজার বিঘা জমির ফসল

প্রায় দুই মাসের টানা বর্ষণে ডুবে গেছে মেহেরপুরের বিস্তীর্ণ কৃষিজমি। জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে হাজার হাজার বিঘা জমির আউশ ও আমন ধান, কলা, মরিচ ও শীতকালীন সবজির ক্ষেত। ভেসে গেছে মাছের ঘেরও। এতে যেমন দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে বড় ধাক্কা খেতে হচ্ছে কৃষকদের।

কৃষকরা বলছেন, মাঠের পানি দ্রত না নামলে শুধু এবারের নয়, আগামী মৌসুমের ফসলও বুনতে পারবেনা কৃষকরা। এতে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন তারা। সেই সাথে দেখা দিতে পারে জেলার খাদ্য ঘাটতি।”দীর্ঘ জলাবদ্ধতায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা এখন সরকারি সহায়তার অপেক্ষায়।

দুর্যোগে পাশে নেই কৃষি বিভাগ।

জেলার এবছর ২৩ হাজার হেক্টর জমিতে আউশ ও ২৬ হাজার জমতে আমনের আবাদ হয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি আউশ ও আমানের আবাদ হয়ে থঅকে এই ধলার মাঠে। ফসল তলিয়ে যাওয়ায় জেলায় খাদ্য সংকটের আশঙকা করছেন চাষিরা।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ ইমরান হোসেন বলেন, বৃষ্টিতে তলিয়ে যাওয়া ও ফসলের ক্ষয়ক্ষতি নিরুপণে মাঠ পর্যায়ে কাজ করছেন কৃষি বিভাগ। সেই সাথে পানি নিস্কাশনের জন্য খাল খনন কিংবা কালভার্ট নিমানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপন অধিদপ্তরকে বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব কামরুল হাসানের গণসংযোগ

মেহেরপুর পৌর এলাকার ৩ ও ৪ নং ওয়ার্ডে বিএনপি’র ৩১ দফা দাবির প্রচারে লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসানের নেতৃত্বে এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়।

গণসংযোগকালে অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান বলেন, “ইনশাআল্লাহ আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন হবে এবং সেই নির্বাচনে আমরা তারেক রহমানকে এ দেশের প্রধানমন্ত্রী বানাবো। গত ১৭ বছর আমরা সংবিধানের সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলাম। আমরা চাই সংবিধানে মানুষের যেসব নৈতিক অধিকার জীবনযাপনের অধিকার, ভোটের অধিকার, গণতন্ত্রের অধিকার তা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইনশাআল্লাহ, যদি তারেক রহমানকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বানাতে পারি, তবে এ দেশের সাধারণ মানুষ সংবিধানের সব অধিকার ভোগ করবে। সংবিধানের আওতায় যেসব বিচারের কথা বলা আছে, সে সব বিচার এ সরকার করবে। আর আমরা চাই এই ফ্যাসিস্টদের দ্রুত ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ফাঁসিতে ঝুলতে।

এসময় তিনি পৌর এলাকার বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের হাতে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা দাবি সম্বলিত লিফলেট তুলে দেন এবং মতবিনিময় করেন।

গণসংযোগ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহ্বায়ক ও সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ, জেলা বিএনপি’র সদস্য আলমগীর খান ছাতু, হাফিজুর রহমান হাফি, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক পিপি আবু সালেহ নাসিম, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ বিশ্বাস, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমুল হোসেন মিন্টু, যুগ্ম আহ্বায়ক সিরাজুর রহমান ফিরোজ, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহ-সভাপতি মোশারফ হোসেন তপু, সাবেক সদর থানা যুবদল সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

মেহেরপুরে ৪০ প্রহরব্যাপী অখণ্ড শ্রী শ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু

মেহেরপুর শহরের মহিলা কলেজ রোডস্থ শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দির প্রাঙ্গণে দেশ মাতৃকা ও বিশ্বজননীর সকল সন্তানের মঙ্গল কামনায় ৪০ প্রহরব্যাপী অখণ্ড শ্রী শ্রী তারকব্রহ্ম মহানাম যজ্ঞানুষ্ঠান শুরু হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত দশটার দিকে প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন, বাবাজী রাধারমন গোস্বামী। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: খায়রুল ইসলাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, শ্রী শ্রী হরিসভা মন্দির কমিটির সভাপতি বিকাশ সাহা, সহ-সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস, সম্পাদক কিশোর পাত্র, সহ-সম্পাদক মদন কর্মকারসহ মন্দির কমিটির উপদেষ্টা দ্বিজেন্দ্রনাথ

বিশ্বাস ও গোবিন্দ হালদার।

ধর্মীয় এ আয়োজনকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো মন্দির প্রাঙ্গণে।

মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সংবর্ধনা

মেহেরপুর সদর উপজেলা পিরোজপুর ইউনিয়নের ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র উদ্যোগে সদর উপজেলা বিএনপি’র নব-নির্বাচিত সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত ৭টার দিকে পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে ২ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি রশিদুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি ফয়েজ মোহাম্মদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সভাপতি আতিয়ার রহমান, দপ্তর সম্পাদক পাতারুল ইসলাম, শ্যামপুর বিএনপি নেতা আবুল হাশেম এবং সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক নাজির আহমেদসহ স্থানীয় নেতাকর্মীর উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় পিরোজপুর ইউনিয়ন বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত থেকে নব-নির্বাচিত সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড বিএনপি’র আয়োজনে সদর উপজেলা বিএনপি’র নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাহিদুর ইসলামকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে শ্যামপুর ইউনিয়নের দীঘিরপাড়ায় এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, শ্যামপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র ২নং ওয়ার্ড সভাপতি জাকির হোসেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা

বিএনপি’র নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক সাহিদুর ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, সদর উপজেলা বিএনপির নবনির্বাচিত সাংগঠনিক সম্পাদক সোহরাব হোসেন ও হামিদ খান গাজু। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক ইলিয়াস হোসেন।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন, জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোশারেফ হোসেন তপু, সদস্য মেহেদী হাসান রোলেক্স, পৌর যুবদল নেতা রিপন, মিঠনসহ বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী।

অনুষ্ঠানে বেগম খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় বিশেষ দোয়া করা হয়।